সংবাদ

তারিখ ... 25 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

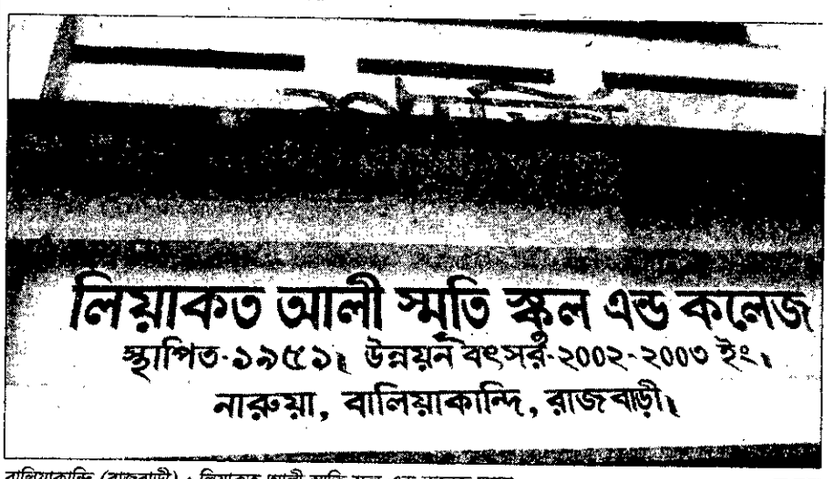

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) : লিয়াকত আলী স্মৃতি স্কুল এন্ড কলেজ ভবন -সংবাদ

স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরও পাকস্তানি মন্ত্রীর নামে স্কুল!

প্রতিনিধি, বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী)

এক সময়ের খর স্রোতা গড়াই আর চিত্রা নদীর মিলন স্থল রাজবাড়ী জেলার নারুয়া ইউনিয়নে আদি ব্যবসা কেন্দ্র নারুয়া বাজার । বর্তমান বালিয়াকান্দি উপজেলা শহর হতে সড়ক পথে সোজা ১০ কি. মি. পশ্চিমে নারুয়া বাজার। এর উত্তরে কালুখালী উপজেলা দক্ষিণে মাগুড়া জেলার শ্রীপুর উপজেলা। বাজার সংলগ্ন স্থাপিত ঐতিহ্যবাহী 'লিয়াকত আলী স্মৃতি স্কুল এন্ড কলেজ" এখনও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী কায়েদে -মিল্লাত লিয়াকত আলী খানের নামেই চলছে। ১৯৩২ সালে এম. ই স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্যে যাত্রা শুরু প্রতিষ্ঠানটির। ১৯৫০ সালে প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আওতায়ীর গুলিতে নিহত হবার পর ১৯৫১ সালে তার স্মৃতি রক্ষার্থে বিদ্যালটির নামকরন করা হয়। সে সময় থেকে এখন পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে বাঙ্গালীর পরম শত্রু পাকিস্তানী নেতার নাম। আর সেই নামের উপর পত পত করে উড়ছে লাল সবুজের পতাকা। দীর্ঘ ৬৬ বছরের পথচলা এ প্রতিষ্ঠানটিতে মুক্তিযোদ্ধা হতে শুরু করে বহু গুনী জনের জন্ম নিলেও স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরও প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তনের কোন উদ্যোগ গ্রহন করা হয়নি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর রাষ্ট্রভাষা উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার মূল নায়ক ছিলেন তিনি। জানা গেছে, জমিদারী প্রথা চালু থাকা অবস্থায় নারুয়া এলাকা শিক্ষা বিস্তার তেমন অগ্রসর ছিল না। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল নগন্য। জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির ১৯২৭ সালে নারুয়া ইউনিয়নে প্রথম মুসলিম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত মোঃ উসমাইল হোসেন বিশ্বাস। এলাকার শিক্ষা বিস্তারের কথা চিন্তা করে ১৯৩২ সালে তিনি পাটকিয়াবাড়ী গ্রামে প্রথম হতে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত এম. ই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫০ সালে বাঙ্গালীবিদ্বেশী প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার পর সারা পাকিস্তান ব্যাপী শোকের অংশ হিসেবে নারুয়া বাজারে বটতলায় এক শোক সভায় তার স্মৃতি রক্ষার্থে "লিয়াকত আলী মেমোরিয়াল হাই স্কুল" প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শিক্ষানুরাগী উদ্যমী যুবকেরা হলো মোঃ ইসমাইল হোসেন বিশ্বাস, হাতেম পিএলএ , নকাতুল্লা, ডাঃ মাখন লাল রায়, কাজী নিয়ামত সেখ , মনসুর আলী মোল্যা ,তাছের আলী খান সহ অনেকে। তারা পাটকিয়াবাড়ীতে প্রথম হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলটি রেখে এ নামেই ১৯৫১ সালের জানুয়ারির প্রথমে নারুয়া মোঃ আমীর আলী মন্ডলের টিনের ঘরে ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত পাঠদান শুরু হয় । প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন মোঃ ইসমাইল হোসেন বিশ্বাস।প্রতিষ্ঠাতা সহকারী শিক্ষক হিসেবে গোপী নাথ সাহা, আব্দুল ওয়াজেদ শিকদার,আজিজুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম,প্রশান্ত কুমার সাহা ,এ কে এম সামসুদ্দোহা দায়িত্ব পালন করেন। পরে এলাকার দানবীর বিল ধামু গ্রামের ফটিক মন্ডল ২.৮৫ একর জমির উপর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৩ সালে কলেজ শাখায় ভর্তির অনুমতি পায়। বর্তমানে " লিয়াকত আলী স্মৃতি স্কুল এন্ড কলেজ" নামে চলছে। স্কুল শাখায় ২ শিফটে ক্লাস চলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৯শ জন। কলেজ শাখায় ৬শ ছাত্র-ছাত্রী মিলে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১হাজার ৫শ জন । প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা রয়েছে ৬৭ জন। এ প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা লাভ করে দেশ বিদেশে শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সচিব সহ বহু গুনীজন গুরুত্বপূর্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। এদের মধ্যে সচিব মোঃ ফয়জুল্লাহ, প্রকৌশলী তোফাজ্জেল হোসেন,ডাঃ প্রশান্ত কুমার সাহা, অধ্যাপক মতিয়ার রহমান,ডাঃ আজিজুল ইসলাম,প্রকৌশলী মোতাহার হোসেন, প্রকৌশলী আবুল কাশেম , ডাঃ জাহাঙ্গীর হোসেন,ডাঃ ফারুক হোসেন,ড. সাজ্জাদ হোসেন, মেজর সাইদ, যুগ্ম সচিব রেজাউল করিম সহ নাম না জানা অনেকে। এ প্রতিষ্ঠানের কারনেই আজ নারুয়া শিক্ষা নগরীতে পরিনত হয়েছে। এক বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে ২ টি প্রাইমারী স্কুল, একটি বালিকা বিদ্যালয় ১টি কলেজিয়েট স্কুল, একটি ডিগ্রী কলেজ। এ প্রতিষ্ঠানে ২০০৯ সাল হতে২০১৬ সাল পর্যন্ত একাধারে রাজবাড়ী-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জিল্লুল হাকিম পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি দায়িত্ব পালন করলেও অজ্ঞাত কারনে এ স্বাধীনতা বিরোধী খল নায়কের নাম বাদ দেওয়ার কোন উদ্যোগ নেননি। এ ব্যাপারে বালিয়াকান্দি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এ আর এম আব্দুল মতিন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বাঙ্গালী বিরাধী লিয়াকত আলী খান আমাদের কাছে ঘৃনিত ব্যক্তি। স্বাধীন বাংলায় তার নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলবে তা কোন ক্রমেই মেনে নেওয়া যাবে না। অবিলম্বে নাম পরিবর্তনের দাবী মুক্তিযোদ্ধাদের।